যুগান্তর

তারিখ ... 16 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এক বছর ধরে বেতন-ভাতা বন্ধ

সিলেটের সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষকের মানবেতর জীবনযাপন

সিলেট ব্যুরো

সিলেটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। চাকরি জাতীয়করণের এক বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও বেতন-ভাতা পাননি তাঁরা। বেতন না পাওয়ায় অর্থাভাবে অনেক শিক্ষক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, গত বছরের জানুয়ারিতে সারা দেশে প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে পরবর্তী তিন অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে চাকরি জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত সিলেটের কোনো শিক্ষক বেতন-ভাতা পাননি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, সিলেট বিভাগের ৪ জেলায় ১ হাজার ৩৫৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট জেলায় ২৯৬টি, সুনামগঞ্জে ৫৫০টি, মৌলভীবাজারে ২৬৯টি ও হবিগঞ্জে ২৪৩টি বিদ্যালয় রয়েছে। সিলেট বিভাগের এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৬৬টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। জাতীয়করণ হওয়া সিলেট বিভাগের বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষকদের সংখ্যা ৫ হাজার ৪৩০ জন। চাকরি জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের অভিযোগ, চাকরি জাতীয়করণ হওয়ার পর নতুন স্কেলে শিক্ষকরা বেতন পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন স্কেল তো দূরের কথা এখন পুরনো স্কেলেও তারা বেতন পাচ্ছেন না। এক বছর ধরে তাদের বেতন ও ভাতা বন্ধ রয়েছে। তবে বেতন না পেলেও শিক্ষকরা পাঠদান অব্যাহত রেখেছেন। সম্প্রতি সিলেটে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের জানান, চাকরি জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ চলমান রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ের তথ্য এখনও মন্ত্রণালয়ে যায়নি। এ ছাড়া অনেক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ হওয়ার যোগ্যতায় ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণ করতে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। শিগগিরই শিক্ষকরা তাদের বেতন-ভাতা পাবেন।